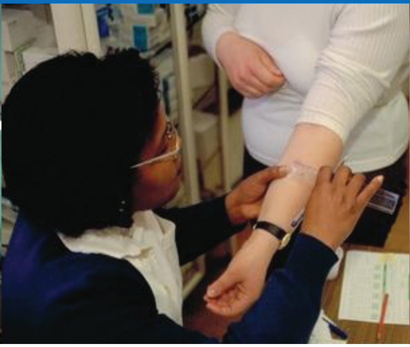

বয়স্ক অবস্থায় অথবা ভ্রমণের সময় বিসিজি টিকা নিলে কী ফল পাওয়া যায়?

গবেষণায় দেখা গেছে যে ৩৫ বছরের বেশি বয়সীদের ক্ষেত্রে বিসিজি সামান্যই প্রভাব বিস্তার করে। শুধুমাত্র ৩৫ বছরের কম বয়সী যে সব ব্যক্তি বিশেষ ঝুঁকিপূর্ণ পেশায় কাজ করেন যেমন যারা স্বাস্থ্যসেবায় কাজ করেন, বয়স্কদের সাথে কাজ করেন, গৃহহীন ও শরণার্থীদের হোস্টেলে কাজ করেন, পরীক্ষাগারের কর্মী, কারাগারের কর্মী এবং পশুরোগবিষয়ক কর্মী, তাদেরকে বিসিজি নেয়ার পরামর্শ দেয়া যেতে পারে। ১৬ বছরের কম বয়সী শিশুরা যক্ষা রোগীর সংখ্যা বেশি এমন একটি দেশে তিন মাসের বেশি সময়ের জন্য স্থানীয় লোকজনদের সাথে বসবাসের/বেড়ানোর জন্য গেলে এবং তাদের বিসিজি টিকা নেয়া না থাকলে বিসিজি টিকা নেয়ার দরকার আছে কিনা তা যাচাই করার জন্য তাদেরকে ত্বক পরীক্ষা বা স্কিন টেস্ট করার পরামর্শ দেয়া হয়। সাধারণত, ভ্রমণের জন্য বিসিজি নেয়া এবং এর জন্য পরীক্ষা ব্যক্তিগতভাবে করতে হবে।

যে কেউ কী যক্ষায় আক্রান্ত হতে পারেন?

যে কেউ যক্ষায় আক্রান্ত হতে পারেন (প্রাক্তন রোগীদের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত রয়েছেন যুক্তরাজ্যের একজন ক্যাবিনেট মন্ত্রী, অনেক বিশ্বখ্যাত গায়ক-গায়িকা এবং একজন আর্চবিশপ!) কিন্তু এটি সেইসব ব্যক্তিদেরকে আক্রান্ত করার সম্ভাবনা বেশি যারা দরিদ্র অবস্থায় বসবাস করেন অথবা ঠিকমত খেতে পান না (যেমন গৃহহীন বা উন্নয়নশীল দেশে বসবাসকারী লোকজন) এবং অন্যান্য অসুখে আক্রান্ত ব্যক্তিগণ - বিশেষ করে এইচআইভি-তে।

যক্ষা সম্পর্কে উদ্বিগ্ন হলে আমি কার সাথে কথা বলা উচিত?

যদি আপনি উদ্বিগ্ন হন যে আপনি বা আপনার পরিচিত কারো যক্ষার কিছু লক্ষণ থাকতে পারে, তাহলে আপনার উচিত হবে আপনার ডাক্তারের সাথে এ সম্পর্কে কথা বলা।

যক্ষা কী আবার হতে পারে?

সহজ উত্তর হলো হ্যাঁ-এটি সম্ভব, তাই আপনার কোনো সন্দেহ থাকলে, অনুগ্রহ করে আপনার জিপি>র সাথে আলোচনা করুন।

এইচআইভি>র বিস্তৃতি কেমন?

উন্নয়নশীল দেশগুলোতে খুব বেশি মাত্রায় যক্ষা হয়ে থাকে যেখানকার

মানুষজন কার্যকর চিকিৎসা হয় পান না অথবা তার জন্য অর্থ প্রদান করতে সক্ষম নন। রোগটির সাথে জড়িত কলঙ্কও মানুষকে চিকিৎসা চাইতে বাধা দিতে পারে। **এই কারণেই যক্ষা প্রতি বছর ২ মিলিয়ন মানুষকে হত্যা করে - যদিও এটি নিরাময়যোগ্য।**

গত দশকে যুক্তরাজ্যে এটি সার্বিকভাবে ২০% বৃদ্ধি পেয়েছে এবং লন্ডনে ৮০% বৃদ্ধি পেয়েছে। এই সংখ্যা এখনো বৃদ্ধি পাচ্ছে।

আমি কী সহায়তার জন্য অন্য রোগী/ দলগুলোর সাথে যোগাযোগ করতে পারি?

যদি আপনি অন্য রোগীদের সাথে কথা বলতে চান, তাহলে অনুগ্রহ করে TB Alert **(যক্ষা সতর্কীকরণ)** -এর সাথে যোগাযোগ করুন। যোগাযোগের বিবরণ এই লিফলেটের পিছনে পাওয়া যাবে।

আমি কী সাহায্য করার জন্য কোনো কিছু করতে পারি?

আপনি টিবি অ্যালার্ট-এর একজন বন্ধু হতে পারেন, যা হচ্ছে একটি দাতব্য কর্মসূচি, যা যুক্তরাজ্যে ও উন্নয়নশীল দেশগুলোতে যক্ষা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করে এবং প্রকল্পগুলোতে তহবিল প্রদান করে।

কেন আপনার সাহায্য ও সমর্থন আমাদের প্রয়োজন

TB Alert যুক্তরাজ্যে যক্ষা সম্পর্কে সচেতনতা বৃ করার জন্য চিকিৎসা পেশাজীবী, সরকার, বেসরকারি সংগঠন ও জনসাধারণের সদস্যদের সাথে কাজ করে থাকে। এছাড়াও টিবি অ্যালার্ট প্রচারাভিযান চালিয়া থাকে যাতে যক্ষার প্রতি আরো বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়, যাতে করে সারাবিশ্বজুড়ে আরো বেশি মানুষ তাদের কাতি নিরাময় লাভ করতে পারে।

সকল রোগী যাতে যথাযথ চিকিৎসা লাভ করতে পারেন তা নিশ্চিত করার জন্য TB Alert উন্নয়নশীল দেশগুলোতে বিভিন্ন প্রকল্পে সহায়তা প্রদান করে।
TB Alert হচ্ছে একমাত্র বিশেষজ্ঞ যক্ষা দাতব্য কর্মসূচি যা যক্ষার বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য যুক্তরাজ্যে ও বিশ্বব্যাপী কাজ করছে।

আপনি সাহায্য করতে পারেন!

রোগীদের জন্য তথ্যাবলি

TB alert

for a future without tuberculosis

যক্ষা আপনার প্রশ্নের উত্তর দয়া হয়েছে

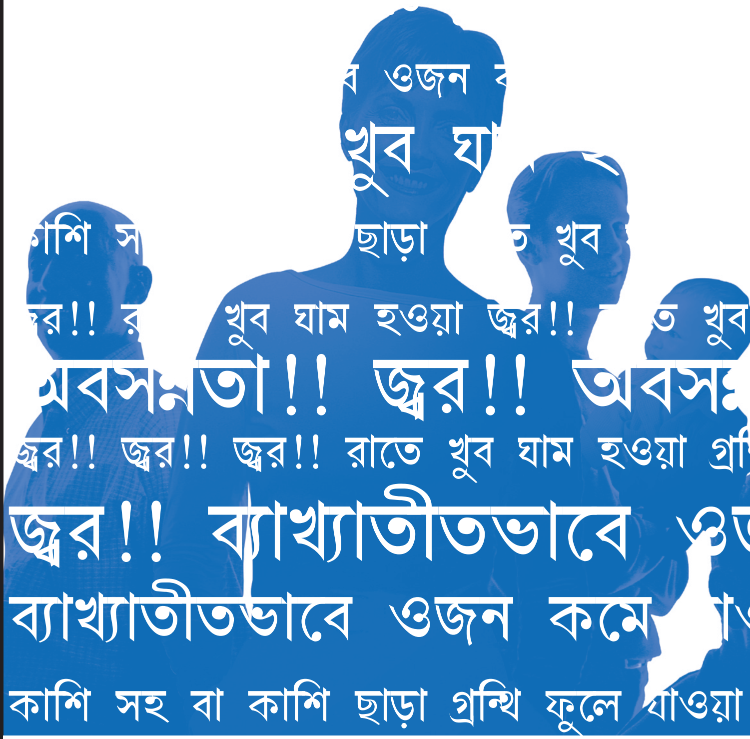

NHS

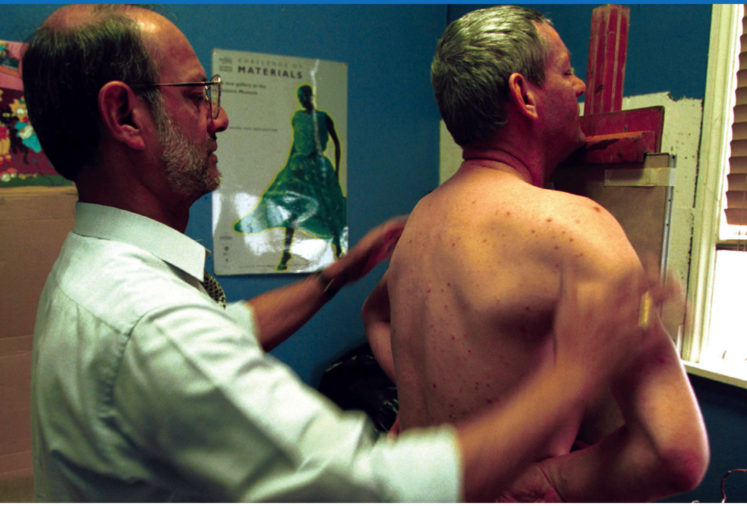

যক্ষা কী?

যক্ষা (টিবি) একটি ব্যাকটেরিয়াঘটিত সংক্রমণ যা অধিকাংশ ক্ষেত্রে ফুসফুসে পাওয়া যায় কিন্তু এটি দেহের যে কোনো অংশকে আক্রান্ত করতে পারে। ঔষধের একটি কোর্সের মাধ্যমে প্রায় সবসময়ই যক্ষা নিরাময় করা যায়, যা সাধারণত ৬ মাস ধরে চালিয়ে যেতে হয়। শুধুমাত্র ফুসফুস বা গলার যক্ষা সংক্রামক হতে পারে এবং অধিকাংশ মানুষ সঠিক ঔষধ গ্রহণ করার দুই সপ্তাহের মধ্যেই আর সংক্রামক থাকেন না।

কীভাবে যক্ষা ধরা পড়ে?

ফুসফুসের সংক্রামক যক্ষায় আক্রান্ত কেউ কাশি দিলে, জীবাণুগুলো বাতাসে ক্ষুদ্র বিন্দুর আকারে ছড়িয়ে পড়তে পারে এবং অন্যরা সেগুলো নিঃশ্বাসের সাথে গ্রহণ করতে পারে। সেই সব ব্যক্তিদের যক্ষায় আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে যারা যক্ষা রোগীর সাথে দীর্ঘ সময় অতিবাহিত করেন (সাধারণত স্বামী/স্ত্রী এবং একই বাড়িতে বসবাসকারী অন্য ব্যক্তিরা, অথবা কদাচিৎ ঘনিষ্ঠ সহকর্মীরা)। কেউ বাস বা ট্রেনের মতো কোনো জায়গায় যক্ষায় আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা নেই, কারণ সংক্রমণের জন্য ঝুঁকিগ্রস্ত হওয়ার জন্য সংক্রামক কোনো ব্যক্তির সংস্পর্শে সাধারণত কয়েক ঘন্টা ধরে থাকার প্রয়োজন হয়। থুতু ফেলা বা কোনো সামগ্রী ভাগাভাগি করে ব্যবহার করার মাধ্যমে যক্ষা ছড়ায় না।

কীভাবে যক্ষা আমাকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে?

যক্ষা রোগীদের নিচে উল্লিখিতগুলোর কয়েকটি থাকতে পারেঃ

- কাশি তিন সপ্তাহের বেশি সময়েও ভালো হয় না, সাধারণ ঔষধে ফল হয় না এবং খারাপের দিকে যেতে থাকে
- জ্বর (উচ্চ তাপমাত্রা)
- রাতে এত বেশি ঘাম হয় যে বিছানার চাদর পরিবর্তন করার প্রয়োজন হয়
- কোনো কারণ ছাড়া ওজন কমে যায়

আমরা সবাই নিরাপদ হওয়ার আগে কেউই নিরাপদ নয়!

- ক্লান্তি (শক্তির অভাব বা অত্যধিক অবসন্নতা)
- গ্রন্থি ফুলে যাওয়া
- ক্ষুধা কমে যাওয়া
- কাশির সাথে রক্ত বের হওয়া (এটি খুব কম ক্ষেত্রেই ঘটে থাকে কিন্তু অবিলম্বে চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করা উচিত)

দেহের অন্যান্য অংশে যক্ষা হলে ব্যথা হতে পারে এবং ফুলে যেতে পারে। যক্ষা শিশুদের এবং কদাচিৎ বড়দের ক্ষেত্রে, মেনিনজাইটিস সৃষ্টি করতে পারে।

এই সবগুলো লক্ষণ আবার অন্য কোনো সমস্যারও লক্ষণ হতে পারে, কিন্তু যদি এই লক্ষণগুলোর মধ্যে আপনার তিন বা তারচেয়ে বেশি লক্ষণ থাকে এবং আপনি উদ্বিগ্ন থাকেন তাহলে আপনার স্থানীয় সার্জারি বা ক্লিনিকের ডাক্তার বা নার্সের সাথে কথা বলা উচিত।

কীভাবে যক্ষা নির্ণয় করা হয়?

আপনাকে বলা হবে একটি থুতুর নমুনা দেয়ার জন্য, যাতে যক্ষা সৃষ্টিকারী ব্যাকটেরিয়া উপস্থিত থাকলে, অণুবীক্ষণ যন্ত্রের নিচে দেখা যাবে অথবা পরীক্ষাগারে কালচার মিডিয়ামে জন্মানো যাবে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে, আপনাকে ত্বক পরীক্ষা, রক্ত পরীক্ষা বা বুকের এক্স-রে করার জন্য বলা হতে পারে।

আমার যক্ষা হলে আমাকে কী হাসপাতালে থাকতে হবে?

না, যদিও রোগনির্ণয় নিশ্চিত করার জন্য আপনাকে কিছুদিনের জন্য ভর্তি করা হতে পারে।

যক্ষার চিকিৎসা কী?

আপনার যক্ষার ডাক্তার বা নার্স দুই মাসের জন্য আপনাকে চারটি ভিন্ন ঔষধ দিবেন। এগুলো হচ্ছেঃ

- রিফামপিসিন (Rifampicin)
- আইসোনিয়াজাইড (Isoniazid)
- পাইরাজিনামাইড (Pyrazinamide)
- ইথামবিউটল (Ethambutol)

(আইসোনিয়াজাইড, রিফামপিসিন ও পাইরাজিনামাইড একত্রে রিফাটার হিসাবে দেয়া হতে পারে)।

২ মাস পরে অথবা আপনাকে দেয়া ঔষধের বিপরীতে ব্যাকটেরিয়াগুলোকে পরীক্ষা করা হলে, চিকিৎসা দুইটি ঔষধে কমিয়ে আনা যেতে পারে, আইসোনিয়াজাইড ও রিফামপিসিন (রিফিনাহ হিসাবে একত্রে দেয়া হতে পারে)।

এই ট্যাবলেটগুলোর কী পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া আছে?

রিফামপিসিন মূত্র ও দেহ থেকে নির্গত অন্যান্য তরল পদার্থ যেমন চোখের পানিকে কমলা লাল রংয়ের করে ফেলবে।

এছাড়াও এটি অন্যান্য ঔষধ, বিশেষ করে, হরমোননির্ভর জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির (মুখে খাওয়ার, ইমপ্ল্যান্ট বা অন্যান্য) কার্যকারিতা কমিয়ে দেয়। তাই আপনি যক্ষার চিকিৎসায় থাকাকালীন সময়ে আপনার ডাক্তার আপনার জন্য অন্য কোনো ঔষধের প্রেসক্রিপশন দেয়ার সময় তাকে সতর্ক করে দেয়া গুরুত্বপূর্ণ।

এই ট্যাবলেটগুলো কদাচিৎ এগুলোর কয়েকটি করতে পারেঃ

- ফুসকুড়ি
- অসুস্থতা
- অসাড় অনুভূতি
- জন্ডিস (ত্বক বা চোখ হলুদ হয়ে যাওয়া)। যদি আপনি এটি লক্ষ করে থাকেন, তাহলে আপনার সবগুলো যক্ষার ঔষধ খাওয়া বন্ধ করে দিন এবং অবিলম্বে ডাক্তারের পরামর্শ গ্রহণ করুন।

যদি এগুলো হয়, তাহলে যক্ষার নার্স বা ডাক্তারের সাথে কথা বলুন।

যে সব ব্যক্তি ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে ছিল তাদের কী হবে?

আপনি যাদের সাথে বেশিরভাগ সময় অতিবাহিত করেন তাদের একটি তালিকা তৈরি করার জন্য যক্ষা বিশেষজ্ঞ নার্স আপনাকে বলবেন। বক্ষ ক্লিনিকে পরীক্ষা করার জন্য তাদেরকে বলা হবে। এতে অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে একটি রক্ত পরীক্ষা বা ত্বক পরীক্ষা, এবং/অথবা বুকের এক্স-রে।

যক্ষা কী প্রতিরোধ করা যায়?

বিসিজি নামে পরিচিত একটি টিকা রয়েছে। যদিও এটি সব ক্ষেত্রে কাজ করে না, তবে এটি যক্ষার সবচেয়ে গুরুতর রূপ, যেমন যক্ষা মেনিনজাইটিস-এর হাত থেকে ছোট শিশুদেরকে রক্ষা করার জন্য সবচেয়ে কার্যকর। এই গ্রহের বুকে বিসিজি হচ্ছে সবচেয়ে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত টিকা কিন্তু তারপরও প্রতি বছর ৯ মিলিয়ন মানুষ (যাদের অধিকাংশই বিসিজি টিকা নিয়েছিলেন) যক্ষায় আক্রান্ত হয়। নতুন টিকা নিয়ে গবেষণা চলছে। যুক্তরাজ্যে, যক্ষা সংক্রমণের উচ্চ ঝুঁকিতে থাকা শিশু এবং বিশেষ ঝুঁকিপূর্ণ পরিস্থিতিতে থাকা কিছু বয়স্ক ব্যক্তিকে বিসিজি দেয়া হয়। আরো বিস্তারিত তথ্যের জন্য, আমাদের বিসিজি লিফলেট পেতে 0845 456 0995 নম্বরে ফোন করুন।